দৈনিক ইত্তেফাক

76

তারিখ ... 29 MAY 1998

পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

এইচএসসি পরীক্ষা

সারাদেশে পাঁচটি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে গতকাল। এবার মোট ৫ লাখ ১১ হাজার ৫৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পরীক্ষা। সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৮৯ জন পরীক্ষা দিচ্ছে ঢাকা বোর্ডের অধীনে।

উল্লেখ্য, গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭ লাখ ২২ হাজার ৮৫২ জন পরীক্ষার্থী। এইচএসসি পরীক্ষায় ২ ল্যাখের ওপর পরীক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রকাশিত এক খবরে ঢাকা বোর্ডের জনৈক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, '৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা কম পাস করেছিল এবং এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করায় বহিরাগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল রোধেও সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্রের দু'শ গজের মধ্যে এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করার পর পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হবে। কোনো কলেজের পরীক্ষার্থীর জন্য ঐ কলেজের শিক্ষক পরিদর্শক হিসেবে থাকতে পারবেন না। পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্র মেলানোর অজুহাতে কোনোক্রমেই প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক খোলা যাবে না। গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং গোলযোগের আশংকা দেখা দিলে আধাসামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, কোনো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল ও গোলযোগের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেই কেন্দ্র বাতিল করা হবে এবং বাতিলকৃত কেন্দ্র পুনর্বহালের অনুরোধ বা সুপারিশ কোনোভাবেই বিবেচিত হবে না। এ ছাড়া, কলেজ শিক্ষক ও বোর্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টিম ছাড়াও জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বিশেষ টিমসহ একাধিক টিম গঠনেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বোর্ড সূত্রের বরাত দিয়ে এক খবরে বলা হয়েছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কমপক্ষে ৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বাহ্নে যেসব বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড সূত্রে বলা হয়েছে, উপরে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণই উল্লেখিত হয়েছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, অসদুপায় অবলম্বন, গোলযোগ ইত্যাদি অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতি প্রতিরোধে এসব পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। এসবের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা যে অতীতে ছিল না, তা বলা যাবে না। কিন্তু তার পরও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, গোলযোগ ইত্যাদি ঘটেছে। কেননা, প্রতিরোধমূলক বিধি-ব্যবস্থা থাকাটাই যথেষ্ট নয়; বরং যথাসময়ে যথাযথভাবে এর প্রয়োগই বড় কথা। অতীতে কখনো কখনো এই প্রয়োগ কর্মটি নানা রকম প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন বিঘ্নিত হতেও দেখা গেছে। দ্বিতীয়তঃ পাবলিক পরীক্ষাগুলোকে সব ধরনের বিচ্যুতি থেকে রক্ষার দায়-দায়িত্ব শিক্ষক সমাজ, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষেরও কম নয়। এই দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য এবং উদাসীনতা কম লক্ষ্য করা যায়নি। তৃতীয়তঃ পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে গত কয়েক বছর ধরে কম্পিউটারের ব্যবহারসহ গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ভুল-ভ্রান্তিও অনেক সময়ই কোনো কোনো পরীক্ষার্থীর প্রতি কম অবিচার করেনি। এসবসহ নানা কারণেই দেশে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবীও উচ্চারিত হতে শোনা গেছে। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিকে সর্বাংশে নির্মল, পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ ব্যর্থ হলে দেখতে হবে, তা গৃহীত বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগে ব্যর্থতা, নাকি পরীক্ষা পদ্ধতির জটিলতাপ্রসূত। প্রথমোক্তটি হলে গৃহীত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নকে সুষ্ঠু করে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর শেষোক্তটি হলে পরীক্ষা পদ্ধতির জটিলতা নিরসন বা সংস্কার সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষা প্রশ্নে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার দাবী রাখে। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি পরীক্ষার কথা বললে পড়াশোনার কথা আসে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাসের দরুন পড়াশোনা ব্যাহত হয়ে থাকে। এ থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করতে হবে—একথা যেমন সত্য, তেমনি একথা সত্য, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এ দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের এবং শিক্ষাঙ্গন কর্তৃপক্ষকেই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, শিক্ষকগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরও কর্তব্য শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ সহকারে পাঠ গ্রহণ। ছাত্র-ছাত্রীরা এ কাজটি ঠিকমতো করছে কি-না তা দেখার কিছু দায়িত্ব অভিভাবকদেরও পালন করতে হবে। এসবই পুরনো কথা, তারপরও নতুন করে বলতে হয় এজন্যই যে, শ্রেণীকক্ষে ভাল পড়াশোনা হলে, ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, গোলযোগ ইত্যাদির সম্ভাবনা অবশ্যই বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কাজেই, পরীক্ষাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য প্রতিরোধমূলক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে এনে সুষ্ঠু পড়াশোনা নিশ্চিত করতে হবে।